

হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ



রঙিলা

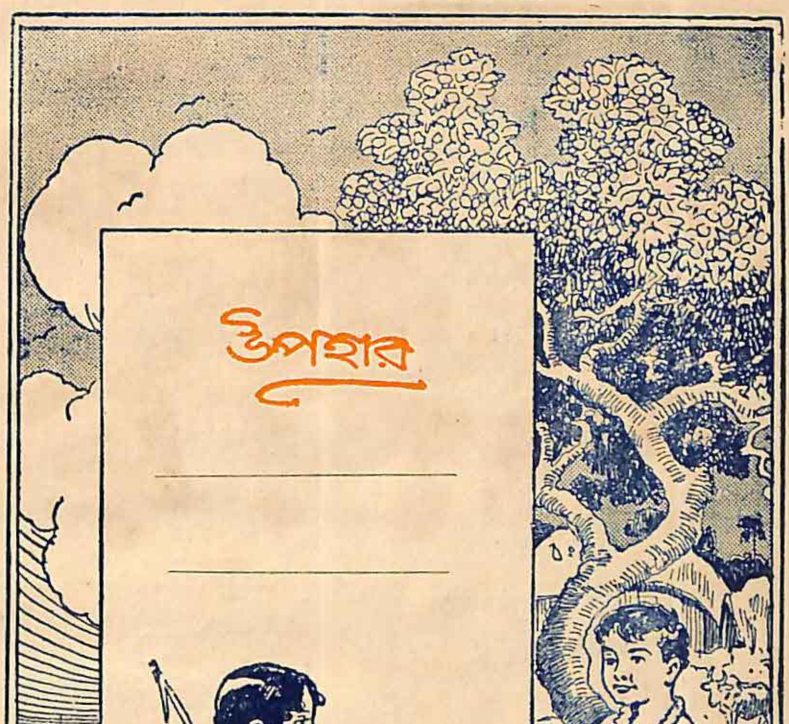
হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক :
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বংকিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
১৬, ফরাসগঞ্জ রোড, ঢাকা

পরিশোধিত সংস্করণ
১৩৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বংকিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা


উপহার

—এতে আছে—



গোবর গণেশ

নামটি তাহার গোবর গণেশ—'গোব্‌রা' বলে সবে ;
দেখ্‌লে তাহার চেহারাটা হেসেই ফেল্‌তে হবে।
সারাদিন সে চিবায় পান ভ'রে দুটি গাল,
দু'কশ দিয়ে বিতিকিচ্ছি বয়ে পড়ে লাল্‌।
বিদ্যাতে সে—বিদ্যাবাগীশ,—তিন কলমে ভোঁতা ;
সৃষ্টি খুঁজে এমন বোকা মিল্‌বে নাকো কোথা।
দশ বছরে আদর ক'রে বাপ দেওয়ালে বিয়ে ;
একটি বারো দেখেনি সে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।
সেথায় গেলে বুদ্ধি যদি প্রকাশ পেয়ে যায়—
এই ভয়েতে বাপ-মা তারে পাঠায়নি সেথায়।

রঙ্গিলা

আজ সকালে গোবর গণেশ ক'রে বস্‌ল জিদ—
"আজকে আমি শ্বশুরবাড়ী যাবই নিশ্চিত।"
ফরসা কাপড়, ময়লা জামা, ছেঁড়া জুতা পায়—
সংটি সেজে গোবর গণেশ শ্বশুরবাড়ী যায়।
যাওয়ার সময় আদর ক'রে ব'লে দিলেন মা—
"কয়টি কথা ব'লে দিছি, মনে রাখিস্ তা;
'চলতে হবে সোজা পথে, বস্‌বে দেখে উঁচু,
কোকিল-স্বরে কইবে কথা, পাতে রাখ্‌বে কিছু।' "
মায়ের কথা মনে রেখে চল্‌ল সোজাসুজি,
"মা বলেছেন সোজা যেতে,—বাঁকা যাব বুঝি?"
খানিক গিয়ে পানা পুকুর সাম্‌নে দিল দেখা,
সাঁতরে গেল অপর পারে—নইলে যে হয় বাঁকা!
চুল্‌কানিতে প্রাণ বাঁচে না, ফুলে গেল গা'টা;
সাম্‌নে দেখে ঘন বন—তাও সুধুই ভরা কাঁটা।
মায়ের কথা মনে রেখে ঢুক্‌ল গিয়ে তায়;
কাঁটার ঘায়ে রক্তনদী অঙ্গে বয়ে যায়।
এম্নিতর সারাদিনটা কষ্ট পেয়ে ভারী
প্রাণটা নিয়ে কেনোমতে উঠ্‌ল শ্বশুরবাড়ী।
উঁচু দেখে বস্‌তে যখন বলে দেছেন মা—
গাছের চেয়ে উঁচু হেথা কিছুই দেখ্‌ছি না।

এই না ভেবে গোবর গণেশ আসন নিলে গাছে ;
কোকিল-স্বরে কইতে হবে—সেটাও মনে আছে।
সন্ধ্যেবেলা গাছের উপর চড়্‌তে দেখে লোক,
সেথায় যারা বসেছিল, পড়্‌ল সবার চোক।



সাম্‌নে গিয়ে সুধায় তারা, "গাছের উপর কে?"
গোব্‌রা বলে, "কুহু কুহু"—বিকট গলা সে!
কেহ বলে পাগল এটা, কেহ বলে ভূত,
গাছের তলায় বেধে গেল ব্যাপার অদ্‌ভুত।

ছেলেরা সব ছুঁড়্‌চে ঢেলা—একটু নাহি ফাঁক ;
একটা লেগে একেবারে ভেঙ্গে গেল নাক।
ব্যথার চোটে গোবরা কেঁদে কর্‌ছে 'উহু উহু !'
খানিক পরে আবার বলে—"কুহু কুহু কুহু !"
এম্‌নি ক'রে দেখ্‌লে যখন সেথায় টেকা দায়,
তলায় নেমে গোবর গণেশ কাঁদে যাতনায়।
নাকটা দিয়ে রক্তধারা ছুট্‌ছে তীরের মত,
কাঁটার ঘায়ে সকল গায়ে একশো খানে ক্ষত।
দাঁড়াইতে শক্তি নাহি—পড়্‌ল বুঝি হেথা !
দশা দেখে সবার মনে জেগে উঠ্‌ল ব্যথা।
এমন কালে একটি ছেলে বল্‌লে, "তোরা সব্‌,
এযে দেখ্‌ছি গোবর গণেশ,—খাকমণির বর !"
চিন্‌তে পেরে সবাই তারে আদর ক'রে আনে ;
ধুয়ে দিলে রক্ত কাদা যা ছিল যেখানে।
সবাই মিলে সেবাটা তার কর্‌লে ভাল ক'রে ;
তা না হলে গোব্‌রা এবার যেত প্রাণে ম'রে।
তার পরেতে খাওয়ার পালা—যেম্নি হ'ল পাত,
অম্নি ব'সে ফেল্‌লে খেয়ে দু'সের চালের ভাত !
এমনকালে পড়্‌ল মনে মায়ের উপদেশ—
মা বলেছেন,—"খেয়ে কিছু রাখ্‌তে হবে শেষ।"

রঙ্গিলা

শুক্তো হতে সুরু ক'রে টক্ হয়েছে খাওয়া ;
এখন শুধু বাকি আছে—পায়েসটুকু পাওয়া।
পায়েস যখন পড়্‌ল পাতে—ছুঁলে না তার লেশ ;
সেটা দিয়েই কর্‌লে পূরণ মায়ের উপদেশ!
পায়েস পেলে গোবর গণেশ গাম্‌লা ভরা খায়,
কাজে কাজেই লোভটা ছাড়া হ'ল বিষম দায়।
বিছানাতে শুতে গিয়ে ঘুম এল না চোকে,
এ-পাশ ও-পাশ কর্‌ছে সুধু পায়েসটুকুর শোকে।
দুপুর রাতে বাড়ীর লোক ঘুমিয়ে আছে সবে ;
গোব্‌রা ভাবে—'এখন উঠে পায়েস খেতে হবে।'
আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দোর—
খুলে ফেলে, ঢুক্‌ল ঘরে—ঢোকে যেমন চোর।
অন্ধকারে অনেক ক'রে খুঁজে নিলে হাঁড়ী ;
তলায় যাহা লেগে ছিল—খেলে তাড়াতাড়ি।
তাতে ক'রেও পায়েস খাওয়ার লোভটা নাহি মেটে,
মনে কর্‌লে, 'যা আছে, তা খেতে হবে চেটে।'
এই না ভেবে হাঁড়ীর ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে মুখ,
অন্ধকারে ফাঁপর হয়ে উঠ্‌ল কেঁপে বুক!
দূরে গেল পায়েস খাওয়া, খুল্‌তে নারে হাঁড়ী,
দু'হাত দিয়ে কানায় ধ'রে ঠেল্‌ছে তাড়াতাড়ি।

কিছুতেই খুল্‌তে নারে—এ তো বড় দায়!
কোনো মতে হাত্‌ড়ে শেষে বাইরে চ'লে যায়।
বাইরে ছিল 'বাঘা' কুকুর—যেম্নি পেলে সাড়া,
তিন লাফেতে বাঘের মত ক'রে এল তাড়া।



তারপরেতে কি হ'ল—তা শুনে কি আর ফল;
শুন্‌লে পরে তোমাদেরও চোখে আস্‌বে জল।

বেচারামের থলে



দিন চলে না, বড্ড গরীব বাগ্দী বেচারাম,
খেটে খেটে মাথার থেকে পায়ে পড়ে ঘাম।
তথাপি তার ছেলেপিলে পায় না দুটি ভাত,
বাড়ী বাড়ী আস্তাকুঁড়ে কুড়ায় এঁটো পাত।
দেশটা জুড়ে আকাল সেবার, সুধুই হাহাকার!
পেটের দায়ে ম'রে গেছে অনেক পরিবার।
ছেলেপিলের কাকুতি আর সহ্য হবে কত;
বনে বনে বেচারাম কাঁদ্ছে অবিরত।
শূন্যপথে কৈলাসেতে চলেছিলেন হর;
বেচারামের কান্না শুনে ব্যথিত অন্তর।

যোগীবেশে নেমে তার কাছে এলেন চ'লে,
শান্ত ক'রে, দিলেন এক অফুরন্ত থলে।
ব'লে দিলেন ঘরে নিয়ে রাখ্‌তে যতন ক'রে ;
'খুল্‌লে পরে খাবার জিনিস মিল্‌বে থরে থরে।
ইচ্ছামত বাহির ক'রে বন্ধ করো মুখ ;
আজকে হতে ঘুচ্‌ল তোমার ছেলেপিলের দুখ।'
থলে নিয়ে বেচারাম ঢুকে পড়্‌ল ঘরে ;
দোর-জানালা বন্ধ ক'রে খুল্‌লে যতন ক'রে।
যেম্নি কথা, তেম্নি কাজ—খুলে দিতে বাঁধ,
থরে থরে বেরিয়ে এল খাদ্য নানা ছাঁদ।
বন্ধ ক'রে রাখ্‌লে থলে যকের যেন ধন ;
তারপরেতে সবাই মিলে খাওয়ার আয়োজন।
এম্নিতর নিত্য খোলে, নিত্য তারা খায় ;
পাড়াপড়্‌সী ভাব্‌চে মনে, খাদ্য কোথা পায় ?
বেণের বেটা বড় ঠ্যাঁটা—রত্নপতি নাম ;
যার ভয়েতে কাঁপ্‌ছে সদাই সমস্তটা গ্রাম।
একদিন সে আড়ি পেতে বেচারামের ঘরে ;
দেখে নিল কেমনে সে খাদ্য যোগাড় করে।
পরদিন সে বল্‌লে এসে বেচারামের ঠাঁই—
'ধার নিয়েছ পাঁচটি টাকা, আজকে তাহা চাই !'

বিনয় ক'রে বল্‌লে বেচু—"শোন রতন ভাই,
সুদিন এলে ফেল্‌ব শুধে, আজকে কোথা পাই ?"
মহা রোষে চোক রাঙ্গিয়ে বল্‌লে রতন বেণে—
"টাকার বদল অই থলেটি দাও না মোরে এনে।"
কথা শুনে বেচারাম দেখ্‌লে অন্ধকার ;
জোর জবরে রতন বেণে থলে নিয়ে পার।
দু'দিন পরে তেম্নিতর উঠ্‌ল হাহাকার।
ক্ষুধার জ্বালায় ছেলেপিলের প্রাণ বাঁচে না আর।
বনের মাঝে ব'সে বেচু কাঁদ্‌ছে উভরায় ;
মনে ভাবে—আবার যদি তেম্নি থলে পায়।
দৈবযোগে আজো এসে দেখা দিলেন হর ;
মূর্ত্তি দেখে বেচারাম কাঁপ্‌ছে থর থর।
মহা রোষে বল্‌লে হর—"ওরে মূর্খ জন—
আপন দোষে সব খোয়াবে নিত্য জ্বালাতন।
আজকে দিনু আর এক থলে খুলিস্ নিয়ে ঘরে ;
'ফুটিং' ব'লে বন্ধ করিস্, নইলে যাবি ম'রে।"
যত্ন ক'রে বেচারাম রাখ্‌লে ঘরে এনে ;
আড়াল থেকে দেখে ফেল্‌লে রত্নপতি বেণে।
সাঁঝের পরে বেচারাম খুল্‌লে থলের মুখ ;
কে জানিত কপালে তার এম্নি ছিল দুখ।

রঙ্গিলা

খোলামাত্র সুরু হ'ল হাজার হাতে কীল ;
কীলের চোটে বুকে পিঠে লেগে গেল খিল।
'ফু' বলিতে মারে কীল, 'টিং'টি থাকে পেটে ;
কোনো মতে 'ফুটিং' ব'লে থলে দিলে এঁটে।
এদিক দিয়ে রত্নপতি মনে মনে ভাবে,
একটি থলে পেলেম যদি আরটি কেন যাবে ?
সেদিন রেতেই ঢুকে গিয়ে বেচারামের ঘরে ;
ঘুমের ঘোরে রতন বেণে থলে চুরি করে।
পরদিন সে সকাল বেলা খুল্‌তে গেল থলে ;
থালা বাটি সঙ্গে নিলে খাদ্য পাবে ব'লে।
খোলামাত্র সুরু হ'ল কীলের উপর কীল ;
আড়াল থেকে দৈত্য-দানা ছুঁড়্‌ছে যেন ঢিল !
কীলের চোটে রতন বেণের পিঠের ভাঙ্গে হাড় ;
ষাঁড়ের মত চেঁচায় বেণে দৌড়ে চারিধার !
শব্দ শুনে পাড়ার লোক দেখ্‌তে এল ছুটে ;
ধর্‌তে গিয়ে সবাই কীল খাচ্ছে বজ্রমুঠে।
কাণ্ড দেখে বেচারাম রাখ্‌তে নারে হাসি,
এমন কালে রতন বেণে পড়্‌ল কাছে আসি।
পায়ে ধ'রে বল্‌লে বেণে, "শুন বেচু ভাই,
এ বিপদে তুমি ছাড়া অন্য গতি নাই।"

বেচু বলে, "বের ক'রে দাও আগেকার সে থলে ;
তার পরেতে থাম্‌বে কীল সত্য দিনু ব'লে।"
এই না শুনে দূর থেকে রতন বেণের স্ত্রী—
দৌড়ে এসে বেচুর কাছে ধর্‌লে থলেটি।



থলে নিয়ে বেচারাম 'ফুটিং' ব'লে চুপ ;
এদিক দিয়ে থেমে গেল কীলের 'গুপাগুপ'!
তার পরেতে দুইটি থলে দুই বগলে ক'রে ;
নেচে নেচে বেচারাম চ'লে গেল ঘরে!



সোনার দাঁত

এক রাজার দুই রাণী—সুয়ো আর দুয়ো ;
দুয়ো থাকেন গোয়াল ঘরে, বালাখানায় সুয়ো।
সোনার খাটে বসেন সুয়ো, রূপোর খাটে পা ;
দুয়োর ভাগ্যে কাঠ কুড়ানো—ধূলার বিছানা।
শাওন মাসে ঘন বাদল বিরাম নাহি মানে,
ক'দিন ধ'রে সূয্যি ঠাকুর কোথায় কে তা জানে।
দুয়ো রাণীর কাঠ কুড়ানো বন্ধ একেবারে ;
কাজে কাজেই ক'দিন ধ'রে আছেন অনাহারে।
পেটে পিঠে এক হয়েছে অস্থি-চর্ম্ম-সার,
একটি মুঠা ভাত না হলে প্রাণ বাঁচে না আর।

প্রাণ গেলেও স্বুয়ো রাণী ভাত দিবে না জানা ;
পেটের দায়ে চল্‌ল তবু—মন মানে না মানা।
যেম্নি কথা তেম্নি কাজ—থাক্ সে দিবে ভাত ;
ঠেঙ্গা দিয়ে তাড়া কর্‌লে সাড়ে চৌদ্দ হাত।
দৌড়াইতে শক্তি কোথা ? তিন্‌টে আছাড় খেয়ে—
কোন মতে উঠে পড়্‌ল ঢেঁকিশালায় গিয়ে।
সেখানটাতে পড়েছিল ক্ষুদের কণাগুলি,
তাই কুড়ায়ে দুয়ো রাণী—মুখে দিলেন তুলি।
এমন কালে আঁধার ক'রে ঘনিয়ে এল রাতি,
অভাগিনী ঘুমিয়ে পড়্‌ল আঁচলখানা পাতি।
গহিন রেতে মেঘ কেটেছে—বৃষ্টি গেছে থামি,
আকাশ থেকে নেমে এল বেঙ্গমা-বেঙ্গমী।
নিত্য এসে এম্নি তারা আহার ক'রে যায়—
ক্ষুদের কণা, যবের দানা, যেখানে যা পায়।
আজকে দুয়ো সব খেয়েছে, নাইকো হেথা কিছু ;
নিরাশ হয়ে দেখ্‌ছে স্বধু, নয়ন ক'রে নীচু।
এমন কালে দেখ্‌তে পেল—দুয়োর দাঁতের কাছে
কিছু কিছু ক্ষুদের কণা জড়ো হয়ে আছে।
দুটি মিলে পেটের ক্ষিদেয় খেতে লাগ্‌ল তাই,
খেতে খেতে শেষে দেখে—দাঁত ক'টিও নাই।

মনের খেদে বেঙ্গমী বলে—“ওগো বেঙ্গমা !
এমন ক'রে ফোঁক্‌লা করা উচিত হ'ল না।
একে রাজার হুয়ো, তাতে করনু এমন দশা,
এর পরেতে দায় হবে এর লোকের কাছে বসা।
দুইটি পাটী সোনার দাঁত কুবের ভবন থেকে
সকাল ক'রে নিয়ে এসে, জুড়িয়ে দাও একে।”
যেম্নি বলা তেম্নি করা, কেমন দাঁতের ছটা ;
ঝক্-ঝক্-ঝক্ জ্বলছে যেন মুক্তো মাণিক ক'টা !
পূবের দিকে ফরসা হ'ল—ভোরের নাহি বাকী ;
দুয়োর কাছে সকল ব'লে, উড়ে গেল পাখী।
ভোরের বেলা বাদ্‌লা ভেঙ্গে রোদ উঠেছে আজ ;
সার্‌ছে সবে অনেক দিনের জড়ো করা কাজ।
দুয়ো রাণী বাহির হলেন ঢেঁকিশালা থেকে ;
চম্‌কে গেল সুয়ো তাঁহার দাঁত দু'পাটী দেখে।
হিংসা এসে জ্বালিয়ে দিল মাথা থেকে পা ;
দুয়োর বাড়া দাঁত না হলে মান যে থাকে না।
মনের কথা চেপে রেখে, মুখে এনে হাসি,
বলেন—“দিদি, আমি তোমায় বড় ভালবাসি।
কাল বিকেলে মেজাজটা মোর বড্ড ছিল ভার ;
তাই করেছি তোমার সনে এম্নি ব্যবহার।

এখান থেকে কালকে রেতে কোথায় তুমি গেলে ?
সোনায় বাঁধা দাঁত দু'পাটী কেমন ক'রে পেলে ?"
দুয়ো রাণীর সরল প্রাণে নাইকো কোনো ছল,
আগাগোড়া সকল কথা বল্‌লে অবিকল।
আজকে কেবল ভাব্‌ছে সুয়ো—"কখন আস্‌বে রাত,
কতক্ষণে পাব আমি দুয়োর মত দাঁত।"



দিনের আলো নিবে গেল, আঁধার দিল দেখা,
সুয়ো রাণী ঢেঁকিশালায় চ'লে গেলেন একা।
চিবিয়ে নিয়ে শোঁদা জিনিস—ক্ষুদের কণার সাথ ;
শুয়ে পড়্‌ল—বাহির ক'রে সকল ক'টা দাঁত।

রঙ্গিলা

গহিন রেতে তেম্নিতর নেমে এসে পাখী,
দাঁতগুলো সব ফেল্‌লে খেয়ে রইল নাকো বাকী !
সুয়ো তখন ভাব্‌ছে মনে এই তো সময় যায় ;
"দুয়োর চেয়ে ভালো দিও"—বলে উচ্চ রায় ।
জেগে আছে জান্‌তে পেরে পাখীর প্রাণে ভয়,
'ফুরুৎ' ক'রে উড়ে গেল আর কি সেথা রয় !
ছিল রাজার সুয়ো রাণী রূপের বড়াই করি,
একেবারে হলেন এখন ফোঁক্‌লা দিগম্বরী !



যেমন কে তেমন



এক যে ছিল বুড়ী,
তার অনেক ছিল টাকা ;
চোরের ভয়ে হ'ত লেঠা
ঘরে তিষ্ঠে থাকা।
একটি থলে ছিল তার—
টাকা-কড়ি ভরা ;
পেটের ভিতর আর এক থলে—
বুদ্ধি বোঝাই করা।

বুড়ীর সনে এঁটে ওঠা চোরের হ'ল দায় ;
নিত্য আসে চুরি কর্‌তে, নিত্য ফিরে যায়।
এম্নি ক'রে তাদের মনে বেড়ে গেল জিদ ;
একদিন তাই হঠাৎ এসে, কেটে ফেল্‌লে সিঁদ।
বুড়ী তখন বসেছিল বেড়ায় দিয়ে কান—
চোরের কথা শুন্‌তে পেয়ে, কেঁপে উঠ্‌ল প্রাণ।
বলাবলি কর্‌ছে তারা—"আজকে ঘরে ঢুকে
এক্কেবারে বেঁধে ফেলে, কাপড় দেব মুখে।"
কেমন ক'রে রক্ষে পাবে, সেইটে ভেবে বুড়ী—
বিছানাতে শুয়ে পড়্‌ল, হয়ে গুড়িশুড়ি।
বুড়ীর ঘরের কোণের কাছে কাগ্‌জী লেবুর গাছে—
ভীমরুলেরা মস্ত বড় চাকটি বেঁধে আছে।
বেজায় জোরে হাই তুলে আর হাতে দিয়ে তুড়ি,
জেগে ওঠার ভানটি ক'রে বল্‌ছে কেবল বুড়ী—
"কাগ্‌জী গাছে রেখে ধন ক্যামনে থাকি ঘরে,
জান্‌তে পেলে আজকে রেতে—নিয়ে যাবে পরে।"
বুড়ীর কথা শুন্‌তে পেয়ে, চোরগুলি সব ভাবে—
"বাইরে যদি ধন আছে ত সিঁদ কাটা কোন্ লাভে ?"
আয় না দেখি কাগ্‌জী গাছের কোথায় আছে কি ;
ঐ দেখাচ্ছে সাদা ধব্‌ধব—এবার পেয়েছি।

এই-না ব'লে হুড়মুড়িয়ে সবাই দিল রড়,
একেবারে পড়্‌ল গিয়ে কাগ্‌জী গাছের পর।



যেম্নি পড়া, তেম্নি ধরা—বো—ওঁ—ওঁ—ওঁ— ;
চুরি করা কেমন মজা—ওগো চোরের পো ?



স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে

রাজার নাপিত রমাকান্ত—মস্ত বড় পায়া ;
যেমন তেমন লোকের সনে কথা ক'ন না ভায়া।
নাহি মানে ভদ্র বামুন নাহি গণে পাপ ;
রাজার কাছে রমাকান্তের সাত খুন মাপ।
দেখে শুনে মন্ত্রী মশাইর সহ্য হ'ল না—
একদিন তাই দিয়ে দিলেন এক শো জুতার ঘা।
জুতা খেয়ে রমাই নাপিত—মনে মনে ভাবে,
রসো বাপু, এর প্রতিফল আচ্ছা ক'রে পাবে।

খবর পেয়ে জড়ো হ'ল দেশের যত লোক ;
রাজা বলেন, "বেঁধে ফেলে চিতায় দেওয়া হোক।"



রাজার হুকুম অগ্নি তামিল, রক্ষে কারুর নাই ;
চিতায় পুড়ে রমাকান্ত হয়ে গেল ছাই !



পান্তাবুড়ি



এক যে ছিল বুড়ী—তার নামটি ছিল শান্তা,
নিত্য চোরে খেত তার হাঁড়ী থেকে পান্তা।
পাড়ার লোকে বুড়ীর কথা কর্‌ত নাকো বিশ্বাস ;
বুড়ী শুধু কেঁদে কেঁদে ফেল্‌ত দীর্ঘ নিশ্বাস।
কোন মতে বুড়ী যখন পার্‌ল নাকো ধর্‌তে,
মনের খেদে রাজার কাছে চল্‌লে নালিশ কর্‌তে।
রাজা সে-দিন ব্যস্ত ছিলেন অনেক কাজের ভিড়ে ;
কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে আস্‌তে হ'ল ফিরে।
ফাগুন মাসে আগুন হাসে—ঝা ঝা করে রোদ !
পায়ের ভারে চল্‌তে নারে—দু পায়ে দুটো গোদ।

বাড়ী এসে ছেলের কাছে বল্‌লে কানে কানে,
“আজকে আমি বিদেশ যাব, কেউ যেন না জানে।
লোকের কাছে রটিয়ে দেবে—ম’রে গেছে পিতা ;
রাতারাতি নদীর ধারে সাজিয়ে রেখো চিতা।
রাজার কাছে চেয়ে নিও—শ্রাদ্ধ কর্‌তে টাকা,
তাতেই হবে মায়ে পোয়ে ছ’ মাস খেয়ে থাকা।”
এই-না ব’লে রমাই নাপিত বিদায় হয়ে শেষে
এক্কেবারে উঠ্‌ল গিয়ে আর এক রাজার দেশে।
দেশের মাঝে রাষ্ট্র হ’ল, কেউটে সাপের বিষে
রমাই নাপিত ম’রে গেছে পঞ্চ ভূতে মিশে।
মাসের পর মাস গেল, বছর চ’লে যায়,
ব্যবসা ক’রে রমাই নাপিত অনেক টাকা পায়।
আজ সকালে রাজা মশাই, ব’সে সিংহাসনে,
উজির, নাজির, পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, কোটাল সনে।
এমনকালে রমাই নাপিত হঠাৎ গিয়ে তথা,
প্রণাম ক’রে রাজার কাছে কইতে গেল কথা।
রমাকান্তে দেখে সবে দশ হাত গেল স’রে,
কেউ বা কাঁপে থরথরিয়ে, কেউ বা গেল প’ড়ে।
কেউ বা বলে ব্রহ্মদৈত্যি, কেউ বা বলে ভূত,
রাজসভাতে বেঁধে গেল কাণ্ড অদ্ভুত।

রঙ্গিলা

জোড় হাতে রমাই বলে, "ওগো মহারাজ,
রমাকান্ত আমি,—এনু স্বর্গ হতে আজ।
পাঠিয়েছেন খবর দিয়ে বুড়ো মহারাজা,
স্বর্গ পেয়ে ছেড়ে এনু এই ছিল মোর সাজা।
স্বর্গপুরের রাজা তিনি বহু পুণ্যের ফলে,
উপযুক্ত মন্ত্রী বিনা কার্য্য নাহি চলে।
তাই তো তিনি পাঠিয়েছেন তোমার কাছে চেয়ে,
তোমার সভার মন্ত্রী সেথা মন্ত্রী হোক্ যেয়ে।"
চিরকালই রাজা মশাই বেজায় বুদ্ধিমান্ ;
পিতার কথা শুনে আরো গ'লে গেল প্রাণ।
আদর ক'রে ডেকে বলেন, "শোন রামু ভাই,
পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য কর্‌ব আমি তাই।"
অবাক্ হয়ে মন্ত্রী মশাই ব'সে ছিলেন তথা ;
এমন কালে রাজা বল্‌লেন, "শুন্‌লে রামুর কথা ?
বিলম্বেতে কার্য্য নাহি, জ্বালিয়ে দিয়ে চিতা,
সকাল ক'রে স্বর্গে যাও—যেথায় আছেন পিতা।"
রাজার যত বুদ্ধি, আর রামুর যত ফাঁকি,
মন্ত্রী মশাইর বুঝে নিতে রইল নাকো বাকী।
মনের কথা মুখে চেপে মন্ত্রী মশাই বলে,
"আজকে রেতে চিতায় পুড়ে স্বর্গে যাব চ'লে।"

বাড়ী এসে ছেলের কাছে বল্‌লে কানে কানে,
“আজকে আমি তীর্থে যাব, কেউ যেন না জানে!
লোকের কাছে রটিয়ে দিও—ম’রে গেছে পিতা;
রাতারাতি নদীর ধারে সাজিয়ে রেখো চিতা।”
এই-না ব’লে মন্ত্রী মশাই বিদায় হয়ে শেষে
একেবারে উঠ্‌ল গিয়ে কাশী-গয়ার দেশে।
দেশের মাঝে রাষ্ট্র হ’ল মন্ত্রী গেছে ম’রে;
এদিক দিয়ে বেড়ান তিনি তীর্থ-ভ্রমণ ক’রে।
মাসের পরে মাস গেল—বছর চ’লে যায়,
মন্ত্রী মশাই চুল দাড়ি গোফ কিছু না কামায়।
পিঠ ছাড়ায়ে পড়্‌ল চুল, বুক ছাড়ায়ে দাড়ি,
নখগুলি সব বেড়ে গিয়ে হ’ল আঙ্গুল চারি।
এদিক দিয়ে মন্ত্রী মশাইর স্বর্গে যাওয়ার পরে,
রমাই নাপিত ছোট-খাটো মন্ত্রীগিরি করে।
পাত্র, মিত্র, উজির, নাজির, কাকেও নাহি মানে;
দেশের মানুষ জ্যান্তে মরা, লজ্জা-অপমানে।
এমন কালে হঠাৎ সেদিন মন্ত্রী মহাশয়,
রাজসভাতে হাজির হয়ে, দিলেন পরিচয়।
চুল-দাড়িতে চেহারাটা বদ্‌লে গেছে কিনা—
পরিচয় না দিলে পরে কেমনে যাবে চিনা?

রঙ্গিলা

রমাই নাপিত স্বর্গ হতে ফিরে আসার পরে,
মন্ত্রী এলেন দেখে, কেহ পালালে না ডরে।
উজির, নাজির, কোটাল, সবে কর্‌লে দণ্ডবৎ ;
রমাই নাপিত খোঁজে শুধু পালিয়ে যাবার পথ।
ধমক দিয়ে রাজা বলেন—"কোথা যাচ্ছিস রমা,
মন্ত্রী মশাইর চুল-দাড়িটা সকাল ক'রে কামা।"
মন্ত্রী বলেন, "মহারাজ, সেটা এখন থাক,
সকাল ক'রে রমাকান্ত স্বর্গে চ'লে যাক।
স্বর্গপুরে সকল জাতি সুখে করে বাস ;
নাপিত সেথা মিলে নাকো এম্নি সর্ব্বনাশ।
ব'লে দেছেন বুড়ো রাজা ক'রো নাকো ভুল,
শীঘ্র এসে রামু যেন কাট্‌তে পারে চুল।"
পিতার এমন অসুবিধা জান্‌তে পেরে রাজা,
ব্যস্ত হয়ে হুকুম দিলেন—সকাল চিতা সাজা।
থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌ছে রমা, মুখে নাইকো রা ;
রাজা বলেন, "রমাকান্ত, দেরী ক'রো না।"
স্বর্গে যেতে রমাকান্তের ইচ্ছে নাইকো মোটে,
প্রাণের ভয়ে ক্ষ্যাপার মত এদিক ওদিক ছোটে।
মন্ত্রী মশাইর পায়ে ধ'রে 'রক্ষে কর' বলে ;
এদিক দিয়ে দাউ-দাউ উঠ্‌ল চিতা জ্বলে'।

কেঁদে কেঁদে চল্‌ছে বুড়ী বিষাদ-ভরা মনে ;
এমন কালে দেখা হ'ল শিঙ্গী মাছের সনে।
শিঙ্গী বলে—"আমায় নে যা ওলো বুড়ী শান্তা!
আমি দেব বের ক'রে তোর কে খায় রেতে পান্থা।"
আদর ক'রে বুড়ী তারে তুলে নিল হাতে ;
খানিক গিয়ে দেখা হ'ল পাকা বেলের সাথে।
বেলটি বলে—"আমায় নে যা ওলো বুড়ী শান্তা!
আমি দেব বের ক'রে তোর কে খায় রেতে পান্থা।"
আদর ক'রে বুড়ী তারে তুলে নিল হাতে ;
খানিক গিয়ে দেখা হ'ল ছুরিখানার সাথে।
ছুরি বলে—"আমায় নে যা ওলো বুড়ী শান্তা!
আমি দেব বের ক'রে তোর কে খায় রেতে পান্থা।"
আদর ক'রে বুড়ী তারে তুলে নিলে হাতে ;
খানিক গিয়ে দেখা হ'ল গোবর-গাদার সাথে।
গোবর বলে—"আমায় নে যা ওলো বুড়ী শান্তা!
আমি দেব বের ক'রে তোর কে খায় রেতে পান্থা।"
আদর ক'রে বুড়ী তারে তুলে নিল হাতে ;
খানিক গিয়ে দেখা হ'ল কুমীর মশাইর সাথে।
কুমীর বলে—"আমায় নে যা ওলো বুড়ী শান্তা!
আমি দেব বের ক'রে তোর কে খায় রেতে পান্থা।"

কুমীরটাকে দেখে বুড়ী প্রাণের ভয়ে কাঁদে ;
তবু তারে কোনো মতে তুলে নিলে কাঁধে।
এতগুলি বোঝা নিয়ে হাঁট্‌তে নারে বুড়ী,
শেষ কালেতে বাড়ী গেল দিয়ে হামাগুড়ি।
শিঙ্গী বলে—"আমায় রেখো পান্তা ভাতে ফেলে,"
বেলটি বলে—"আমায় রেখো আথায় আগুন জ্বেলে।"
গোবর বলে, "আমায় রেখো দুয়ারখানা জুড়ে,"
ছুরি বলে, "আমায় ফেলো ঘাসের ভিতর ছুঁড়ে।"
কুমীর বলে, "আমায় নিয়ে জলের ঘাটে রাখো ;
তার পরেতে চুপ্‌টি ক'রে ঘরে শুয়ে থাকো।"
গভীর রাতে আঁধার ঘন, ঘুমিয়ে আছে বুড়ী ;
এমন কালে এল চোর পান্তা কর্‌তে চুরি।
হাড়ীর ভিতর হাতটি দিতে শিঙ্গী মার্‌লে ঘা,
বিষের চোটে ছটফটানি প্রাণ যে বাঁচে না !
তাড়াতাড়ি আথার ভিতর সেক্‌তে গেল ঝুঁকে,
দুম্‌ ক'রে ছিট্‌কে বেল লাগ্‌ল চোখে মুখে !
চোখ মুখ সব পুড়ে গিয়ে বিপদ হ'ল ভারী ;
এখন ভাবে পালিয়ে গেলে প্রাণে বাঁচ্‌তে পারি !
দৌড়ে গিয়ে দুয়ার খুলে যেমনি দিল পা—
হঠাৎ ক'রে পিছ্‌লে গিয়ে গোবর-মাখা গা।

সে কি গোবর যেমন তেমন—যেন পচা বিষ্ঠা,
উল্টে আসে পেটের নাড়ি গন্ধে না যায় তিষ্ঠা !
মুছ্‌তে গিয়ে ঘাসের মাঝে, হ'ল বিষম দায় ;
ছুরির ঘায়ে কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে যায়।



তারের বেগে রক্ত ছুটে, কিছুতেই না থামে,
দৌড়ে গিয়ে ক্ষ্যাপার মত জলের ঘাটে নামে !
সুযোগ পেয়ে ধর্‌লে কুমীর মস্ত ক'রে হা—
"ও বুড়ী, তোর চোর ধরেছি—দৌড়ে দেখে যা।"

বিদ্যাভূতুম



এক যে ছিলেন বদ্যি, তাঁর একটি ছিল ছাত্র ;
লেখ্‌তে পড়্‌তে 'শ্রীপঞ্চমী', বুদ্ধি নাইকো মাত্র।
বছর চোদ্দ আছে ছাত্র বদ্যি মশাইর সনে ;
ভাল ক'রে চিকিৎসাটা শিখ্‌বে ভাবে মনে।
আজকে রাজার পাটহাতীটার হঠাৎ গলা ফুলে—
ছটফটিয়ে, খানিক পরে গেছে পটল তুলে !
দেশটা শুদ্ধ সবার মুখে কেবলি সে কথা,
এমন কালে ছাত্র সহ বদ্যি গেলেন তথা।
রাজা বলেন—"বদ্যি মশাই, টিপে দেখুন গলা ;
কি রোগেতে মর্‌ল হাতী—যায় কি না তা' বলা ?"

গলা টিপে বদ্যি বলেন—"বদ্ধ আছে দম ;
সারিয়ে দেব এক নিমিষে, পালিয়ে যাবে যম।"
রাজা বলেন—"বাঁচ্‌লে পরে আমার সাধের হাতী,
পুরস্কার দিয়ে দেব একটি সোনার ছাতি।"
বদ্যি বলেন—"বড় একটা হাতুড়ি আনা হোক—
বেছে নিতে হবে একটি যোয়ান দেখে লোক।"
রাজার হুকুম অম্নি তামিল, হাতুড়ি হাতে নিয়ে,
চন্দ্রচূড় মল্ল এল তিনটে লাফ দিয়ে!
বদ্যি বলেন—"মল্ল ভায়া, দেরি ক'রো না,
হাতীর ফুলো গলার মাঝে ক'সে মারো ঘা।"
ঘা মারিল চন্দ্রচূড়, জোর ছিল তার যত,
লাফিয়ে উঠে হস্তিরাজ—গর্জ্জে মেঘের মত।
চারিদিকে পড়্‌ল সাড়া, বেঁচে উঠ্‌ল হাতী ;
বদ্যি পেলেন রাজার দান—মস্ত সোনার ছাতি।
আসল কথা—দুষ্ট হাতী ফেলেছিল গিলে
মস্ত একটা তরমুজ, যেমনি মাহুত দিলে।
হঠাৎ ক'রে গলার ভিতর আট্‌কে গিয়ে তাই,
অম্নি হ'ল চিৎপটাং—দমটুকুও নাই।
গুঁতোর চোটে ভেঙ্গে গিয়ে, হয়ে খান খান,
চ'লে গেল পেটের ভিতর, বেঁচে উঠ্‌ল প্রাণ।

এই-না দেখে ছাত্র তখন মনে মনে ভাবে—
চিকিৎসাটা বড্ড সোজা এম্নি করা যাবে।
বাড়ী এসে ছাত্র বলেন গুরু মশাইর কাছে—
"চোদ্দ বছর শিক্ষা হ'ল আর কি বাকী আছে?
এখন মোরে বিদায় করুন উপাধিটা দিয়ে;
আপনা আপনি ব্যবসা করি দেশ-বিদেশে গিয়ে।"
বদ্যি বলেন, "বেশ তো, আর কতকাল রবে,
'বিদ্যাভুতুম' উপাধিটা দিয়ে দিলুম তবে।"
নামটি পেয়ে—'বিদ্যাভুতুম', বড্ড খুসী হয়ে,
রোগী মারার ব্যবসা খুল্‌লে নিজের দেশে যেয়ে!
দিনের বেলা ছেলেপিলের চোখে নাইকো ঘুম;
সবাই বলে—'বিদ্যাভুতুম, ধুম্ ধুমা ধুম্ ধুম্!'
রাস্তা দিয়ে চলা-ফেরা হ'ল বিষম দায়—
'বিদ্যাভুতুম, ধুম্ ধুমা ধুম্ ধুম্'—অম্নি শোনা যায়।
ক্ষেপার চোটে বিদ্যাভুতুম নাকাল হয়ে ভারী,
গলা ফুলোর চিকিৎসাটা কর্‌তে গেল জারি।
লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায়, বয়েস হয়েছে ঢের—
গলগণ্ডে ঠাকুরমা সে 'বিদ্যাভুতুমের'।
এক দিন তাঁয় বিদ্যাভুতুম ডেকে বলে, "ওগো!
গলা ফুলো রোগটা নিয়ে মিছে কেন ভোগো?

এক নিমিষে সারিয়ে দেব, এম্নি জানি কল ;
চোখটি মুদে শুয়ে পড়ো, বিলম্বে কি ফল ?"
ফোকলা দাঁতে হেসে বুড়ী বলে—"লক্ষ্মী ভাই,
আমার মাথায় যত চুল তত হোক তোর আই ।"
এই-না ব'লে চক্ষু বুজে যেম্নি বুড়ী চিৎ—
হাতুড়ি নিয়ে বিদ্যাভুতুম মার্লে আচম্বিৎ ।



এক ঘায়েতে ভাঙ্গলে নাকো—শব্দ হ'ল 'ধুম্',
আর ঘায়ে বেজায় আওয়াজ বোমার মত 'গ্রুম' ।
রক্তে হ'ল রক্তনদী, লোকের হ'ল ভিড়,
পালিয়ে যেতে পথ পায় না বিদ্যাভুতুম বীর ।



গদার কাণ্ড

বাঁশের আগায় দড়ি বেঁধে নোয়ায়ে তার মাথা—
মাটির ভিতর গর্ত্ত খুঁড়ে ফাঁদটি থাকে পাতা।
খাওয়ার লোভে শিয়াল এসে গর্ত্তে দিলে মুখ ;
হঠাৎ ক'রে আটকে গিয়ে উঠে স্বর্গলোক!
এমন মজার কলটি যখন শিখে এল গদা ;
কেমন ক'রে পরখ কর্‌বে সেইটি ভাবে সদা।
দুষ্টামিতে গদাধরের যুড়ি নাহি মিলে,
বিকেল বেলা বাঁশের ঝাড়ে বাঁশটি বেছে নিলে।

গদু, বিধু, যদু, মধু—চার জনাতে ধ'রে—
কোন মতে পাত্‌লে ফাঁদ বাঁশটি বাঁকা ক'রে।
গদু বলে, "তোরা একবার ধরিস্ দেখি ভাই,
হ'ল, কি না হ'ল, তা তো পরখ করা চাই।
পা'টা দিয়ে চেপে দেখি আটকে কিনা ঠিক ;
ছাড়্‌লে প'ড়ে হবে কিন্তু বেজায় বেগতিক।"
এই-না ব'লে ধীরে ধীরে বাঁশে দিতে ভার—
সপাং ক'রে গদাধর বাদুড় অবতার!
কোথায় বিধু, কোথায় মধু, সবাই দিল রড় ;
প্রাণের দায়ে চেঁচায় সুধু দুষ্ট গদাধর!



উচিত বিচার



বনের মাঝে ছিল এক মস্ত সরোবর,
পদ্মবনে ভরা অতি দেখ্‌তে মনোহর।
চৈত্র মাসের দুপুরবেলা তেষ্টা পেয়ে ভারী,
ব্যাঘ্র মশাই জলের আশে নাব্‌লে তাড়াতাড়ি।
এম্‌নি তাহার মন্দ দশা, থাক্ সে খাবে জল,
একেবারে পাঁকের ভিতর হয়ে গেল তল।
মাথা ছাড়া বাকীটা সব ডুবে গেল পাঁকে;
রাগের চোটে কড়মড়িয়ে মেঘের মত ডাকে।

এম্‌নি ভাবে অনাহারে কেটে যাচ্ছে দিন ;
দৈবযোগে জুট্‌ল এসে প্রকাণ্ড হরিণ।
ব্যাঘ্র বলে, "বিপদকালে রক্ষে কর দাদা,
নফর হয়ে থাক্‌ব তোমার শ্রীচরণে বাঁধা।"
হরিণ বলে, "নফর হলে কালি পড়্‌বে কুলে ;
বাঁচ্‌তে পার যাও যদি ভাই হিংসাটুকু ভুলে।"
ব্যাঘ্র বলে, "হরিণ ভায়া, এবার যদি বাঁচি—
থাক্‌ব হয়ে ব্রহ্মচারী আর যতকাল আছি।"
হরিণ বলে, "শিংটা আমার কামড়ে ধর কসে,
এক টানেতে ফেল্‌ব তুলে ডাঙ্গার উপর ব'সে।"
যেমনি বলা তেমনি করা কসে দিতে টান,
ডাঙ্গায় উঠে ব্যাঘ্র মশাই কট্‌মটিয়ে চান।
ঘাসের মাঝে কোনো মতে মুছে নিয়ে কাদা,
ব্যাঘ্র বলে, "প্রাণে মরি ওগো হরিণ দাদা!
দু'দিন ধ'রে অনাহারে হেথায় প'ড়ে আছি,
এস না ভাই, তোমায় খেয়ে আজকে প্রাণে বাঁচি।"
হরিণ বলে, "উপকারের এই কি পুরস্কার ?"
ব্যাঘ্র বলে, "দেরী হলে প্রাণ বাঁচে না আর।"
হরিণ বলে, "অবিচারে মেরো নাকো ভাই,
জ্ঞানী লোকের কাছে আমি উচিত বিচার চাই।"

ব্যাঘ্র বলে, "ঐ যে দেখ দাঁড়িয়ে আছে বট—
হাজার বছর বয়স হয়েছে, মাথায় ভরা জট।
উহার কাছে চল মোরা বিচার নিয়ে যাই ;
হার্‌লে পরে কিন্তু ভায়া ছাড়াছাড়ি নাই।"
হরিণ বলে, "ওগো বট, তুমি বনের রাজা ;
উপকার কর্‌লে পরে পেতে হয় কি সাজা ?"
"হাজার বছর দাঁড়িয়ে আছি আমি প্রাচীন বট,
বিচার যদি কর্‌তে হয় তো বল্‌ব অকপট।
সারা দিনমান রৌদ্রে পুড়ে যোগাই শীতল ছায়া ;
হাজার হাজার পথিক এসে জুড়ায় তাপিত কায়া।
তবু তারা আসন করে ভেঙ্গে আমার ডাল,
উপকারের প্রতিফলটা এম্‌নি চিরকাল।"
ব্যাঘ্র বলে, "হরিণ ভায়া, বিচার হ'ল সারা ;"
হরিণ বলে, "গাছের বিচার দেখ্‌ছি সৃষ্টিছাড়া।
এই বনেতে আছে শিয়াল বেজায় বুদ্ধিমান্,
তার বিচারে হার্‌লে পরে আপনি দেব প্রাণ।"
রাজী হয়ে দু'জনাতে চ'লে গেল তথা ;
শিয়াল বলে, "দূর থেকে ভাই সেরে ফেল কথা।"
আগাগোড়া বল্‌লে হরিণ, শুনে বল্‌লে শিবা—
"এমন বিচার কর্‌তে আবার লেঠা আছে কিবা ?

হেথায় ব'সে হবে নাকো, চল সেথা যাই,
কেমন ক'রে কি হ'ল তা নিজে দেখ্‌তে চাই।"
তিন জনাতে হাজির হ'ল সরোবরের তীরে,
শিয়াল বলে, "ব্যাঘ্র মামা, নাব্‌তে হবে ফিরে।
কেমন ক'রে আট্‌কে ছিলে দেখ্‌তে হবে সেটা;
তারপরেতে বিচার হবে, নাইকো কোন লেঠা।"
ব্যাঘ্র বলে, "ভাগ্‌নে তুমি—তোমার কথা রাখি,
হরিণটারে ধ'রে রেখো—দেয় না যেন ফাঁকি।"
এই-না ব'লে ব্যাঘ্র মশাই পাঁকে নেমে তল!
শিয়াল বলে, "হরিণ ভায়া, বাড়ী ফিরে চল।"



নাতনী বাড়ীর পথে



বুড়ী যাচ্ছে নাত্‌নী-বাড়ী অনেক দিনের পরে ;
বনের মাঝে আঁকা-বাঁকা সরু পথটি ধ'রে।
খানিক গিয়ে দেখা হ'ল খেঁকশিয়ালীর সনে ;
শিয়াল বলে, "মানুষ খাওয়ার সাধ হয়েছে মনে।"
বুড়ী বলে, "খেয়ো আমায় ফিরে আসার বেলা ;
নাত্‌নী-বাড়ী খেয়ে তখন মাংস হবে মেলা।"
শিয়ালটাকে ফাঁকি দিয়ে খানিক গিয়ে বুড়ী,
দেখ্‌তে পেলে ভালুক আছে রাস্তাখানা জুড়ি।
ভালুক বলে, "ভাব্‌তেছিনু মানুষ কোথা পাই,
কপালগুণে জুটলে,—এস, পেটটি ভ'রে খাই।"
বুড়ী বলে, "খেয়ো আমায় ফিরে আসার বেলা ;
নাত্‌নী-বাড়ী খেয়ে তখন মাংস হবে মেলা।"

ভালুকটারে ফাঁকি দিয়ে খানিক গিয়ে বুড়ী,
দেখ্‌তে পেলে বাঘটা আছে রাস্তাখানা জুড়ি।
বাঘটা বলে, "ভাব্‌তেছিনু
মানুষ কোথা পাই;
কপালগুণে জুট্‌লে—এস,
পেট্‌টি ভ'রে খাই।"
বুড়ী বলে, "খেয়ো আমায়
ফিরে আসার বেলা;
নাত্‌নী-বাড়ী খেয়ে তখন
মাংস হবে মেলা।"
বাঘটারেও ফাঁকি দিয়ে
কোনো মতে শেষে,
একেবারে উঠে পড়্‌ল
নাত্‌নী-বাড়ী এসে।
দু'দিন সেথা খেয়ে দেয়ে
বল্‌লে নাত্‌নীর ঠাঁই—
"আজকে আমার বাড়ী ফিরে
যেতেই হবে ভাই।
পথের মাঝে ব'সে আছে তিনটে জানোয়ার,
দেখ্‌লে পরে এক নিমেষে ভেঙ্গে দেবে ঘাড়।

হাঁড়ির ভিতর পুরে' আমায় গড়িয়ে দাও জোরে ;
গড়্ গড়্ গড়্ চ'লে যাব দেখ্‌বে না কেউ মোরে।"
হাঁড়ির ভিতর ঢুকে বুড়ী মুখটি দিলে ঢেকে,
সঙ্গে নিলে চিড়ে-গুড় তেঁতুল দিয়ে মেখে।
নাত্‌নী তখন হাঁড়িটারে গড়িয়ে দিল ক'সে ;
খানিক গিয়ে থাম্‌ল যেথা বাঘটা ছিল ব'সে।
বাঘটা বলে, "কেগো তুমি, বুড়ীর খবর রাখো ?
ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল আর তো এল নাকো।"
"কে জানে তোর বুড়ী টুড়ী, কে জানে তোর কে ;
হাঁড়ি আমি—বুড়ীর খবর কিছুই রাখিনে।
হাঁড়ির ভিতর ব'সে আমি তেঁতুল চিড়ে খাই,
মার দেখিনি একটি ঠেলা, কতদূর যাই।"
বাঘটা তখন হাঁড়িটারে গড়িয়ে দিলে ক'সে,
খানিক গিয়ে থাম্‌ল, যেথা ভালুক ছিল ব'সে।
ভালুক বলে, "কেগো তুমি, বুড়ীর খবর রাখো ?
ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল, আর তো এল নাকো।"
"কে জানে তোর বুড়ী টুড়ী, কে জানে তোর কে ;
হাঁড়ি আমি—বুড়ীর খবর কিছুই রাখিনে।
হাঁড়ির ভিতর ব'সে আমি তেঁতুল চিড়ে খাই,
মার দেখিনি একটি ঠেলা, কতদূর যাই।"

ভালুক তখন হাঁড়িটারে গড়িয়ে দিল ক'সে,
খানিক গিয়ে থাম্‌ল যেথা শিয়াল ছিল ব'সে।
শিয়াল বলে, "কেগো তুমি, বুড়ীর খবর রাখো?
ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল, আর তো এল নাকো!"
"কে জানে তোর বুড়ী টুড়ী, কে জানে তোর কে;
হাঁড়ি আমি—বুড়ীর খবর কিছুই জানি নে।
হাঁড়ির ভিতর ব'সে আমি তেঁতুল চিড়ে খাই,
মার দেখিনি একটি ঠেলা, কতদূর যাই!"
শিয়াল বলে, "বুড়ী, তুমি হাঁড়ির ভিতর থেকে,
ভাব্‌ছ মনে, আমায় যাবে ফাঁকি দিয়ে রেখে!"
শিয়াল তখন গাছের সনে ঠুকে দিতে হাঁড়ি—
দুষ্ট বুড়ী বেরিয়ে পড়্‌ল জব্দ হয়ে ভারী।
শিয়াল বলে, "এস বুড়ী, এখন তোমায় খাই;"
বুড়ী বলে, "তাতে আমার কিছুই ক্ষতি নাই।
বুড়ো হয়ে গেছি, এখন মর্‌লে পরে বাঁচি—
হেসে গেয়ে মর্‌ব আমি—এইটে সুধু যাচি।"
শিয়াল বলে, "তাতেই রাজী—হেসে গেয়ে নাও;
আঁচলখানা রাখ্‌ব ধ'রে, পালিয়ে পাছে যাও।"
অম্নি বুড়ী খানিকক্ষণ হাস্‌লে—হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ;
তার পরেতে ধর্‌লে গান, সুরটি ক'রে মিহি।

"তারে নারে, তারে নারে,
তারে নারে তু—
তু উ উ, তু উ উ
তু উ উ তু॥"



অম্নি এল দুটো কুকুর দু'দিক থেকে তেড়ে,
শিয়াল তখন খুঁজ্‌ছে পথ বুড়ীর আঁচল ছেড়ে।
বুদ্ধিগুণে বাঁচ্‌ল বুড়ী, শিয়াল গেল মারা;
সবার চেয়ে বলবান্—বুদ্ধিমান্ যারা॥

বানরের বুদ্ধি



আমীর-বাগের চার দিকটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা,
তার উপরে অনেক বাঁদর কর্‌ছে চলা-ফেরা।
পালের গোদা চল্‌ছে আগে পিছনে সব চেলা ;
ঠিক যেন সে ত্রেতা যুগে—লঙ্কা যাওয়ার বেলা।
এমন কালে সাম্‌নে হতে মস্ত বড় সাপ—
উঁচিয়ে ফণা আস্‌ছে তেড়ে ইঃ—বাপ্‌রে বাপ্‌!
একেবারে সাম্‌নে এসে ছোবল দিতে বুকে—
খপাৎ ক'রে ধর্‌লে গোদা কেউটে সাপের মুখে!

মুখটা যদি বন্ধ হ'ল জব্দ হয়ে সাপ—
বুকে পিঠে জড়িয়ে গিয়ে আচ্ছা দিলে চাপ।
চাপের চোটে গোদা মশাইর রক্ত ছুটে নাকে,
পালের বাঁদর এগোয় নাকো—কিচির-মিচির ডাকে।
এমন কালে হঠাৎ ক'রে বুদ্ধি এল বশে ;
মুঠায় থেকে সাপের মাথা বার করে আর ঘসে।
ঘ'সে ঘ'সে মাথাটা সব—হয়ে গেল ক্ষয় ;
সাপ দড়িতে নাইকো তফাৎ, এখন কি আর ভয় ?
তার পরেতে খুলে নিয়ে, মেরে দু'ঘা লাথি—
এক লাফেতে চড়্‌লে গাছে হনুমানের নাতি !!



চিৎ বাদ্য



বিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনাতে
ঢুলী বাজায় ঢোল ;
'তিন্‌তা ধিনাক্‌, তিনাক্‌, তিনাক্‌'—
কেমন মধুর বোল !

তালে তালে নেচে বাজায়—
তাধিং তাধিং ত্রাং !
হঠাৎ ক'রে পিছ্‌লে গিয়ে
হ'ল চিৎপটাং।

রঙ্গিলা

চারিদিকে ছেলে বুড়ো
হেসে গড়াগড়ি ;
তালে তালে বাজায় তবু—
ঘাড়টি উঁচু করি।

সঙ্গী বলে—"দীনু ভায়া,
এটা করছ কি ?"
"বাজিয়ে নিচ্ছি চিৎ বাদ্যটা—
নূতন শিখেছি।"



সাতখানা পিঠে

এক যে ছিল গরীব বামুন আর ছিল তার স্ত্রী ;
এম্নি তারা পেটুক ছিল যে, আর বল্‌ব কি ?
ভিক্ষে ক'রে আনে বামুন, রাঁধে বাড়ে বাম্‌নী ;
দু'জনাতে খেতে বসে হয়ে সাম্‌না-সাম্‌নি।
বখ্‌রা নিয়ে রোজই তারা করে ঝগড়াঝাটি,
মাঝে মাঝে হয়ে যেত বেজায় লাঠালাঠি।
পোষমাসে পোষ-পরবে পিঠে রাঁধে সবে ;
বাম্‌নী বলে, "বামুন ঠাকুর, পিঠে খেতে হবে।"
পিঠের যোগাড় কর্‌লে বামুন বেচে বাস্তু-ভিটে ;
চোদ্দ পোয়া চালে হ'ল সাতখানা পিঠে।
পিঠে দেখে দু'জনারি জিভের ঝরে জল,
ভাগটা নিয়ে শেষ কালেতে বাধে বিষম গোল।

পিঠে হ'ল সাতখানা—তাই ভাগ মিলে না তার ;
কে বা নিবে তিনখানা, আর কে বা নিবে চার ?
চারখানা বই তিনখানাতে কেউ হ'ল না রাজী,
ঝগড়াঝাটি অনেক হয়ে রাখ্‌লে শেষে বাজি।
বাজি রইল—দু'জনার যে বল্‌বে কথা আগে,
ওজর বিনা তিনখানাই পড়্‌বে তাহার ভাগে।
মাঝখানেতে পিঠের থালা—আলগে আছে তারা,
কত লোকে যাচ্ছে ডেকে মুখে নাইকো সাড়া।
কাণ্ড দেখে জড়ো হ'ল—পাড়ার যত লোক,
কারুর সনে কয় না কথা—চেয়ে আছে চোখ !
দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যে চ'লে যায়,
দু'জনাতে তেম্‌নি ব'সে পিঠের পানে চায় !
শেষ কালেতে বদ্যি এসে দেখলে টিপে নাড়ি,
মাথা নেড়ে বল্‌লে—"কিছু বুঝতে নাহি পারি !"
তার পরেতে এল এক ভূতছাড়ানো ওঝা ;
মন্ত্র প'ড়ে বল্‌লে শেষে—"কিছুই না যায় বোঝা !"
মাথার উপর ঢালা হ'ল একশো কলস জল ;
যেম্‌নি ছিল তেম্‌নি র'ল—হ'ল নাকো ফল।
সপাং সপাং মার্‌ছে কেহ বাব্‌লা কাঁটার ছড়ি ;
ছিঁচ্‌কে প'ড়ে দিচ্ছে কেহ—যাচ্ছে গড়াগড়ি।

তবু কারুর মুখটি দিয়ে বেরুচ্ছে না সাড়া,
সবাই বলে, "এ যে ব্যামো দেখ্ছি সৃষ্টিছাড়া!"
হেনকালে কোথেকে এক এসে বিড়াল হলো
ধীরে ধীরে যাচ্ছে খেতে থালার পিঠেগুলো।



এই-না দেখে, উঠ্ল বামুন "দূর্ যা" ব'লে তেড়ে;
বাম্নী বলে, "বামুন ঠাকুর, বাজি গেলে হেরে।
মিছে কেন উপোস ক'রে আছ দুটি দিন;
আমার ভাগে চারখানা, আর তোমার ভাগে তিন!"

